Department of
Mechanical Engineering

Celebrating 20 years

Mechatrix

A special edition to celebrate the Bengali New Year
and the International Mother Language Day

।।মুখবন্ধ।।

"মোরা সাদা সিধা মাটির মানুষ, দেশে দেশে যাই,

মোদের নিজের ভাষা ভিন্ন আর ভাষা জানা নাই"

মাতৃভাষার প্রতি আবেগ কোন ব্যক্তিগত অনুভূতি নয়; এ হচ্ছে সর্বকালের মানুষের চিরন্তন অনুভূতি। মাতৃদুগ্ধ যেমন শিশুর সর্বোত্তম পুষ্টি, তেমনি মাতৃভাষার মাধ্যমেই ঘটতে পারে একটি জাতির সর্বোৎকৃষ্ট বিকাশ। মানুষের পরিচয়ের শ্রেষ্ঠ নির্ণায়ক হলো মাতৃভাষা। মাতৃভাষা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের এক মৌলিক, অমূল্য সম্পদ। মা ও মাটির মতোই প্রতিটি মানুষ জন্মসূত্রে এই সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়।

সাধারণ অর্থে 'মাতৃভাষা' বলতে 'মায়ের ভাষা'-ই বোঝায়। একটি বৃহত্তর অঞ্চলে একই সাথে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত থাকলেও বেশিরভাগ মানুষ যে ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করে, সেটাই হলো (সে অঞ্চলের) মানুষের মাতৃভাষা। 'মাতৃভাষা' মায়ের মুখের আঞ্চলিক বুলি মাত্র নয়; মাতৃভাষা হচ্ছে একটি জাতির বৃহত্তর জনগোষ্ঠির ভাষা, যা তারা স্বতস্ফূর্তভাবে ব্যবহার করে। মাতৃভাষা বহতা নদীর মতো শত ধারায় প্রবহমান। উদহরণ স্বরূপ, বাঙালি জাতির মাতৃভাষা হলো বাংলা। বাংলা আমাদের প্রাণের স্পন্দন, বাংলা আমাদের অহংকার। ঠিক তেমনি, আমাদের দেশ ভারতবর্ষে ভিন্ন-ভিন্ন অঞ্চলের মানুষ নিজ-নিজ মাতৃভাষার সম্পদে ধনী এবং গর্বিত।

বাঙালি জাতির জীবনে ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর একটি ঐতিহাসিক, গৌরবময় ও আনন্দঘন দিন। ঐ দিনে বাঙালি অর্জন করেছে তার প্রাণের সম্পদ ২১ শে ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা UNESCO প্যারিসে অনুষ্ঠিত ৩০তম দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। জাতিসংঘের ১৮৮টি দেশের এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন বাংলা ভাষার জন্য বাঙালির গৌরবময় আত্মদান বিশ্বমর্যাদা পায়, তেমনি পৃথিবীর অগণিত সংখ্যালঘু জাতির মাতৃভাষার প্রতিও শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শিত হয়।

আমরা অযান্ত্রিক - এর পক্ষ থেকে ১৪২৯ বঙ্গাব্দের নববর্ষ সংখ্যা'টি "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস"- কে উৎসর্গ করলাম। আমাদের বিভাগীয় সংগঠনের সকল ক্ষুদে সদস্যেরা নিজেদের সমস্ত আবেগ আর আগ্রহ উজাড় করে সংখ্যা'টি কে স্বার্থক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছে। পাঠকেরা ভুল-ত্রুটি যদি লক্ষ্য করেন, আমাদের নিশ্চয় অবগত করবেন। আপনাদের অভিমত আমাদের কাছে অমূল্য।

ধন্যবাদান্তে,

অযান্ত্রিক।

Contents

- Whispers in the wind

  Where imagintion meets the sky

- Unheard Voices

  Stories written through lens

- C/o Canvas

  Colouring your thoughts

Whispers In The Wind

उद्यम

बोझिल सी लम्बी रातों में,
इक्का दुक्का अपवादो में,
जो स्वप्न अलहदा बोता है,
वह इंसान अकेला होता है।

सबलोग अनादर करते हैं,
आरोप निरर्थक धरते हैं,
वह मौन हुए सब सुनता है,
जो समर अंत में चुनता है।

जो जोखिम से घबराते है,
उपहास भी वही उड़ाते हैं।
वो वीर ही पंख फैलाता है,
जो संकट में गाना गाता है।

शंकाएं ही कांटे बुनती है,
ये धैर्य मनुज के गिनती है।
जो उद्यम के बीज गढ़ता है,
निश्चित ही आगे बढ़ता है।

मंज़िल को आत्मसमर्पित हो,
चाहे प्राण भी जाए अर्पित हो,
जो खुद का भाग्य बनाता है,
वह जगत में मान कमाता है।

~ राहुल बाजपेई
Rahul Bajpai
ME(2017-2021)

अपवाद- exception
अलहदा- different
समर- war
उद्यम- Hardwork

।।সময়ের দিনলিপি।।

২১/২/১৯৫২

ছোট্ট সিরাজকে কোলে নিয়ে ধানমন্ডির পুলিশ ফাঁড়িতে ঢুকে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো ফতেমা,

-সাহাব, আমার স্বামী আর মেয়েকে সকাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না...

-নাম ?

-আজ্ঞে, কার ?

-আমার বাপের নাম জিজ্ঞাসা করিনি...বর আর মেয়ের নাম বল!

-আজ্ঞে, শাহীন আর শিরীন।

-মেয়ের বয়স ?

-সতেরো...

-"ঠিক আছে বাড়ি পালা, খুঁজে পেলে জেনে যাবি।"

একটা শয়তানি হাসি ঠোঁটে নিয়ে ফতেমার দিকে তাকিয়ে রইলো চেয়ারে বসে থাকা লোকটা।

১৩ই এপ্রিল,১৯৭১,

ভোররাতের নিস্তব্ধতাকে খানখান করে দিয়ে দরজায় একটা বুটের শব্দ আর দরজাটা ভেঙে যেতেই ধড়মড় করে বিছানার উপর উঠে বসলো বৃদ্ধা।

-কে...কারা আপনারা!!

-চুপ শালা! পাকিস্তানের নুন খেয়ে নেমকহারামি করতে লজ্জা করেনা ?

উত্তর দেওয়ার সমস্ত চেষ্টাকে প্রতিরোধ করে গোটা শহরের ঘুম ভাঙিয়ে দিলো পরপর তিনটে বুলেটের গর্জন।

আকস্মিকতার রেশ কাটার আগেই ছায়ামূর্তি গঞ্জনার সুরে হেসে উঠে বলে উঠলো-

"আপনার ছেলে সিরাজ লাহোরে ফৌজ ছেড়ে এরোপ্লেন নিয়ে ভেগেছে তাই আপনাকেও ভাগিয়ে দিলাম।"

ফাঁক হয়ে থাকা দরজা হয়ে নতুন দিনের আলো মেখে রক্তে ভেসে যাচ্ছে ফতেমার শরীরটা, ধীরে ধীরে লাল হয়ে উঠছে কোলে আকড়ে জড়িয়ে রাখা একটা নতুন ফতুয়া...শেষ নিশ্বাসটা মনে করিয়ে দিয়ে গেলো আজ নতুন বছরের প্রথম দিন আর সিরাজ তো বলেছিল ঘরে ফিরবে আজ।

~শঙ্খ দে (2nd Year)

All the women in my life

All the women in my life,
All your life you only strive.
You only live to be
The best mother,
The best sister,
The best daughter,
And the best wife.

Many a time you don't get,
What you deserve.
Most days,
Disappointed is what you get served.
But today I want to assure,
All the women in my life,
Without you,
My life cannot drive.

The other name for you,
Is sacrifice.
After all the hardships,
All you deserve is love
But no other prize.
Yes, you are the real paradise,
All the women in my life.

--Hasn-uz-Zaman

অজয়ের আহবান

মনোজ চ্যাটার্জী

তুমি তো দেখোনি নির্বাক তীর
গুরুগম্ভীর
উদাসীনতা হারায় খেই
তুমি তো দেখোনি ব্রীজের তলায়
বালুকাবেলায়
সূর্যটা আর নেই ।

দেখো নি কো তুমি নদী বরাবর
বাঁধ চলে যায়
সীমা তার পাই না কো
দেখো নি কো তুমি ধু ধু বালিচর
জল বয়ে যায়
রুপোলি রেখার মতো ।

দূরে থাকে যারা, শহরের কারা
অজয়ের রূপ তাই
স্বপ্নের মতো, মানবে না তারা
যেখানে বাতাস নাই।

গোয়াই এর মাঠ, দিগন্ত চুমায়
ফিরে ফিরে চাই, পলকে হারায়
ছোটলাইন ট্রেন, মরুভূমি রেন্
কাটাকুটি খেলে, আনন্দ সফেন্
রেললাইন নদী, খুশি গাদাগাদি
জীবন হয় না শুধু বরবাদি
নদীচর জানে, কি আছে এখানে
রাখালিয়া মাঠ, ফিরে ফিরে টানে
তরমুজ ফুটি , খেলে লুটোপুটি
কাঁকুড়ের মাঠে, আছে বালিমাটি
কোথাকার প্রাণ, কোথা ছুটে যায়
অজয় অজয় , ডাকছে আমায়
সে মাটির টানে চলো ফিরে যায় ।

मैं

लघु काल में विस्तार मैं।
रणक्षेत्र को तैयार मैं।

कल हो कुलीन चाहे कठिन,
चिंता रहित-आशा रहित,
आदर-घृणा को भूलकर,
दूँ आज को आकार मैं।

अप्रत्याशित अंत है,
बजता यही मृदंग में।
जीता नहीं गर कोई यहाँ,
क्यों मान लूं तब हार मैं?

चुनौतियां अपार है,
दुश्मन कहाँ कोई और है?
जबतक न त्यागा डर को मैं,
खुद ही को ना स्वीकार मैं।

प्रश्नों से प्रतिदिन जूझता,
अपने ही पथ पर हूँ चला।
निकलूँगा इक दिन सूर्य सा
खुद को दिया ललकार मैं।

~ राहुल बाजपेई

কবুতর

হঠাৎ এক পাষান যুগে উঠলো ডঙ্কা নতুন সুরে ,
এক লহমায় ভাঙলো শিকল -
পড়ল ডাক মায়ের ভাষায়।

ও কবুতর ,বল তো তুই পাচ্ছিস কি দেখতে তাকে?
ওপর থেকে বল দেখি লাগছে কেমন তাদের কাফন !
কেমনে থাকি রুদ্ধদ্বারে, ভাঙবে যে তাদের মায়ের ক্রন্দনে –

ও কবুতর ,নেই কি তোর কোনো এক চিলতে সুর ?
ডেকে যাস কালের ডাকে ভাসিয়ে দিস তাদের লড়াই !
দাফন করে পেলি কি সুখ ,পেলি কি তোর নিজের ভাষা।

ও কবুতর, একটু দাঁড়া শুনে যা গল্প আমার -
বলবি তুই দিবি ছড়িয়ে উড়িয়ে দিবি তাঁদের বাণী ,
গেছে মিশে হাসিমুখে বাঁচিয়ে রেখে তাদের ভাষার মান -

ও কবুতর ,একবারটি উড়ে যা ,ওই নীল দিগন্তের পারে
পাবি দেখতে তাঁদের ঝাপটিয়ে দানা করে বাতাস
জানান দিবি আছে তাদের ভাষা এই ধরণীর মুখে
যায়নি হারিয়ে কালের পরিহাসে ।।

- সৌপর্ণ দত্ত

खुद को कहीं भूल सा गया हूं।
खुद के आशाओं के बोझ के तले, दब सा गया हूं।
खुशियां देने की राह में, खुद के लिए खुशियां ढूंढता फिर रहा हूं।
कब मैं नहीं , जिंदगी मुझ पर हावी हो गई , यही तलाशते ,अब शामे गुजारता हूं ।
गिर कर उठ जाना तो मेरी हिम्मत थी, फिर अब क्यो हार जा रहा हूं।
ऐ जिंदगी मैं हिम्मत,हारूंगा तो नहीं ।
तेरी चुनौतियों से, मैं डरूंगा तो नही।
तू कर ले चाहे जितनी मनमानी ,मैं अपनी राह से हटूंगा तो नहीं।
खुशियों को मैं नहीं, अब , वो मुझे ढूंढें कुछ ऐसा कर दिखाऊंगा ।
तू देख मैं किस तरह, सबसे आगे निकल कर सबके लिए खुशियां ले आऊंगा।

-सुवर्णा कुमारी

आज़ाद हो जाओ ।
आज़ाद हो जाओ उनसवालों से ,जो तुम्हे बेवजह परेशान कर रहे हैं ।
आज़ाद हो जाओ उन लोगों की सोच से,जो सिर्फ तुम्हे पीछे खिचने की कोशिश कर रहे हैं।
उच्चाई के शिखर पर जाना, जब तुम्हारी मंजिल है, तो क्यों खुद ही अपने सपनों को, अपने अंदर दबा रहे हो ।
आज़ाद हो जाओ उन बेडिय़ों से जो तुम्हारे सपने कुचल रहे हैं ।
जब संघर्ष ही जीवन की नीव है, तो क्यों बेवजह इससे घबरा रहे हो।
आज़ाद हो जाओ उस डर से जो तुम्हारे कदम संघर्ष करने से रोक रहे हैं ।
जीतना या हारना ये समय और तुम्हारी निष्ठा पर निर्भर करता है।
तो आज़ाद हो जाओ हार कर बिखरने के डर से,
क्योंकि बिना हतोत्साहित हुए प्रयास करने वालो को जीत, जरूर हासिल होती है।

- सुवर्णा कुमारी

বিভাগ : গদ্য (গল্প: নববর্ষে বাংলার জয়গান)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

নববর্ষে বাংলার জয়গান

ভোর সাড়ে চারটেয় এলার্ম বাজে পেখমের ফোনে। আজও তার ব্যতিক্রম কিছু নয়। এলার্মটা বন্ধ করে পেখম আবার শুয়ে পড়লো। যাক বাবা আজ তো রবিবার। আধ ঘন্টা বেশি ঘুমানো যাবে। ঠিক পাঁচটায় উঠে পড়ল। কাজের লোক আসবে। কাজের মেয়েটা ভোরবেলায় আসে। বিছানা ছাড়ার আগে ঠাকুরের মুখ দেখে সে। তারপর ঘুমন্ত মেয়েকে আদর করে বলে , " শুভ নববর্ষ প্রিন্সেস । ভালো থাক। সারা বছর ভালো কাটুক।" তারপর ঘুমন্ত বরকে বলে , "শুভ নববর্ষ। ঘুমিয়ে আছো তাও বললাম। আজ আর তাড়াতাড়ি ওঠাচ্ছি না। রোজ তোমার অফিসে যাবার তাড়া থাকে। আজ একটু ঘুমাও।" ঘুমন্ত বাবাই জানতেও পারলো না তাকে শুভকামনা জানালো। পেখমটা এরকমই। বড্ড অন্তর্মুখী।

আজ নববর্ষ। ছাদে গিয়ে লাল সূর্যটাকে একটা প্রণাম করলো। মনে মনে বললো, "সূর্যদেব সারা পৃথিবীর মঙ্গল কোরো। সারা বছর সবাইকে ভালো রেখো।" প্রকৃতি তার একান্ত ভালোবাসার জায়গা। গাছ, ফুল, পাখি, প্রজাপতি ,সকালের এই ঠান্ডা হাওয়া সব তার খুব প্রিয়। দুহাত ভোরে প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করলো। সাদা সরল পাখমের মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় প্রকৃতি রাজ্যে ডুব দিতে। তারপর তার বাগানের গাছ গুলোই পরম স্নেহে জল দেয়। এসব করতে করতে সাড়ে পাঁচটা বেজে যায়। না আর দেরি করলে হবে না। আজ তো পয়লা বৈশাখ । বছরের প্রথম দিন। আজ কোনো মতেই দেরি করে যাবে না। এইসব করে স্নানে গেল।

আজ খালি মায়ের মুখটা বড্ডো মনে পড়ছে তার। সেই কখন থেকে ভাবছে মা, বাবাকে ফোন করবে। নববর্ষের প্রণাম দেবে। ভাইটাকে ফোন করবে। কিন্তু ব্যস্ততার চাপে আর হয়ে উঠছে না। যাইহোক সবাই খেতে বসলো। শাশুড়ি বললেন, " পেখম, শাকের ঘন্ট টা কিন্তু দারুন হয়েছে।" শ্বশুর বললো " চিতল মাছ টা কি দারুন হয়েছে।" বাবাই বললো , " পেখম, মাটন টা কিন্ত হেবি রেঁধেছ।" আর এসব শুনে ছোট্ট স্বস্তিকা বলে উঠলো, "মা ,চিকেন টা ভালো হয়েছে।" সবাই স্বস্তিকার কথা শুনে হেসে উঠলো। সবাই এত খুশি হয়েছে দেখে পেখম দু চোখ ভোরে গেল আনন্দে। মনে মনে এটাই বললো , "সারা বছর যেন তোমাদের এমন করেই খাওয়াতে পারি।"

তারপর সময় করে তার বাপেরবাড়িও ফোন করে মা বাবাকে প্রণাম জানালো। মায়ের সাথে কথা বলে পেখোমের মনটা ভোরে গেল। হারিয়ে গেল ছোটবেলায়। পেখোমের বাবার ব্যবসা। ছোট বেলায় মা তাকে নতুন জামা পরিয়ে দিত। ভোর ভোর বাবা তাকে নিয়ে দোকানে চলে যেত। পুজো হলে প্রসাদ খাওয়া, বাবার দেয়া উপহার সব মিলিয়ে ছোটো বেলার এই দিনটার জন্য সে অপেক্ষা করে থাকতো। হাল খাতা, মিষ্টির প্যাকেট, নতুন বাংলা ক্যালেন্ডার সব অনুভূতি গুলো যেন তার মনের মধ্যে একসাথে ভিড় করে এলো।

সন্ধ্যে বেলায় তুলসী তলায় প্রদীপ হাতে পেখোম ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলো, " ঈশ্বর আজকের দিনটা তুমি যেমন ভালো করে কাটাতে দিলে তেমন করেই যেন সারা বছর কাটে। "

সেদিন সন্ধেবেলা পেখোমের পুরো পরিবার নিয়ে বারান্দায় বসে আছে।

তখন স্বস্তিকা বললো "জানো মা আমাদের স্কুলে না কেউ বাংলাতে কথা বলে না, শুধু ইংলিশ। তাই ভাবছি এবার থেকে বাড়িতেও ইংলিশেই কথা বলবো"।

শুনে পেখোম আর বাবাই একটু হাসলো। তারপর বাবাই বলে উঠল "শোন মা, বাংলা হচ্ছে পৃথিবীর সব থেকে মিষ্টি ভাষা "।

স্বস্তিকা অবাক হয়ে উত্তর দিলো "তাই নাকি বাবা!!!"। বাবাই এবার ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো "হ্যাঁ রে মা, তোকে পড়িয়েছিলাম তো সেই কবিতা - মোদের গরব মোদের আশা আমরি বাংলা ভাষা ।। শোন এই বাংলা ভাষা কিন্তু আমাদের কাছে খুবই কষ্টার্জিত, লক্ষ লক্ষ বাঙালির রক্তের বিনিময়ে আমরা এই শ্রুতিমধুর বাংলা ভাষা "।

এটা শুনে ছোট্ট স্বস্তিকা প্রথমে একটু ভয় পেয়ে গেল। তারপর বললো "কি বলছ বাবা!!! সত্যিই কি এতো বাঙালিদের প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছিল এই ভাষার জন্যে?? বলো না একটু আমাকে আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে"।

বাবাই এবার সেই ১৯৫২ সালের সেই রক্তক্ষয়ী আন্দোলন এর সেই মর্মান্তিক প্রেক্ষাপট মেয়েকে বলা শুরু করলো "শোন মা,

সালটা ১৯৪৭। তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের আমলে রাষ্ট্র ভাষা উর্দু করার ষড়যন্ত্র চলছিলো কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সেটা মেনে না নিয়ে ভিতরে ভিতরে তার প্রতিবাদ করে চলছিলো। দেশ বিভাগের পর থেকেই উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার জন্য তৎকালীন সরকার উঠে পড়ে লেগেছিলো।

তারই প্রেক্ষিতে পূর্বপাকিস্তানের জনগণ ঘোর বিরোধীতা করে আসছিলো... এক সময় পাকিস্তান সরকার উপায়ন্তর না দেখে ১৯৫২ সালে ১৪৪ ধারা জারী করে।

পাকিস্তান সরকারের ১৪৪ ধারাকে অগ্রাহ্য করে বাংলাভাষার দাবীতে আপামর ছাত্র জনতা ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি (বাংলা ১৩৫৯ এর ৮ই ফাল্গুন) এক বিক্ষোভ মিছিল বের করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে... সেই মিছিল রাজপথে নেমে পড়লে তার সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজের ছাত্র এবং সাধারণ জনগণও যোগদান করে। রমনার কাছে বিক্ষোভ মিছিল পৌঁছালে ছাত্র জনতাকে ঠেকাতে পুলিশ নির্বিচারে গুলি বর্ষন শুরু করে। এর ফলে সেখানে ছাত্র জনতা সহ অসংখ্য সাধারণ মানুষ আহত ও নিহত হয়। সালাম,রফিক, বরকত, জব্বার সহ আরো অনেকেই গুলিবিদ্ধ হয়ে রমনার মাঠের বুকে লুটিয়ে পড়েন।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ধর্মীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী গঠন করে এবং তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে নামে। নৈতিক সমর্থনে পাশে ছিল ভারত। ১৯৭১ সালে সেই যুদ্ধে জয়ী হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের নাম মুছে ফেলে গড়ে ওঠে নতুন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র "বাংলা দেশ"... সোনার বাংলা।

বিশ্বের ইতিহাসে বাংলাভাষা স্বীকৃতি পায় ১৯৯৯ সালে। ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো "বাংলাভাষা আন্দলন" বাংলাভাষী মানুষের ভাষা ও কৃষ্টির প্রতি সম্মান জানিয়ে ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে ঘোষণা করে। বাঙালির ভাষা আন্দোলন পরিপূর্ণতা পায় - তাহলে বুঝলি তো মা আমরা আমাদের বাংলা ভাষা নিয়ে কোনো এতো গর্ব আর অহংকার করি!!!" ।

ততক্ষণে গল্প শুনতে শুনতে স্বাস্থ্য ঘুমিয়ে পড়েছে। বাবাই একটু হাসলো আর বাকি দের বললো চলো আস্তে আস্তে আমরা ডিনার করে নি। তারপর সবাই একে একে ডাইনিং টেবিলের দিকে প্রস্থান করলো।।

Thanking You,
Koushik Debnath
Mechanical – 3rd Year

Unheard Voices

Sarbeswar Rajguru 3rd year

Sarbeswar Rajguru 3rd year

Souparno Dutta Alumni 2020
27 12 2016 07:43

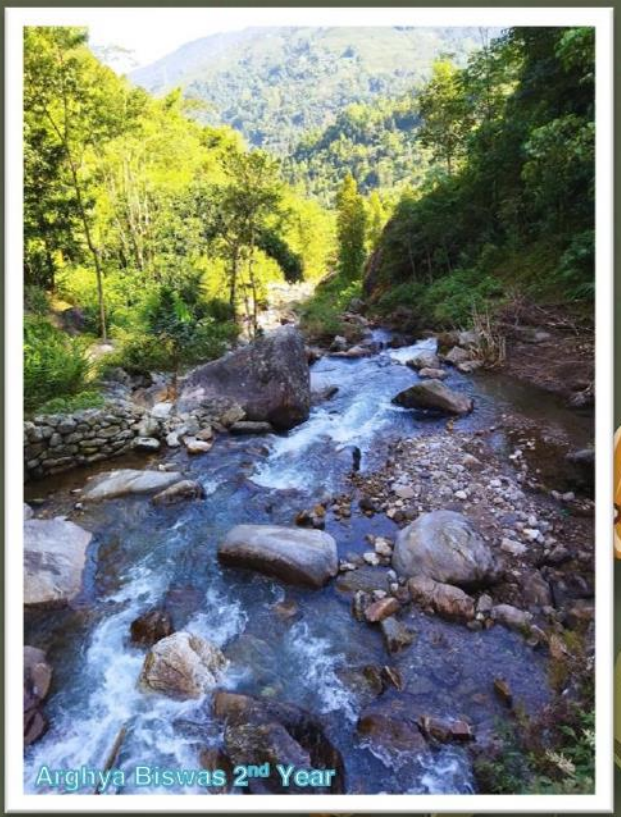
Arghya Biswas 2nd Year

Sarbeswar Rajguru 3rd year

Souparno Dutta Alumni 2020

Abhigyan Nayak 3rd Year

Abhigyan Nayak 3rd Year

Abhigyan Nayak 3rd Year

Abhigyan Nayak 3rd Year

Dinesh Halder 2nd Year

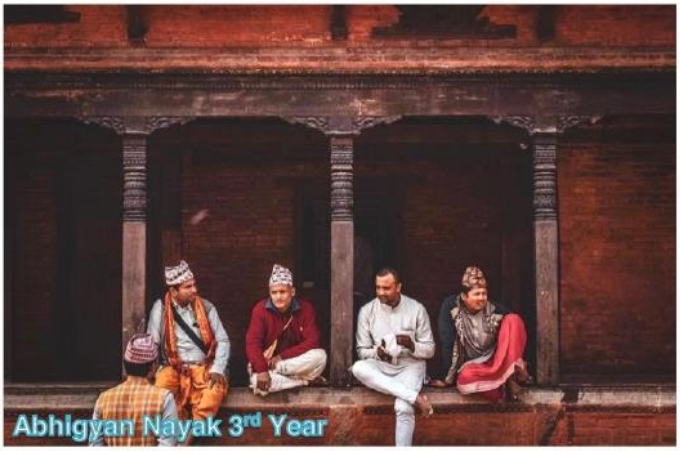
Abhigyan Nayak 3rd Year

Dinesh Halder 2nd Year

Ritik Ojha 3rd Year

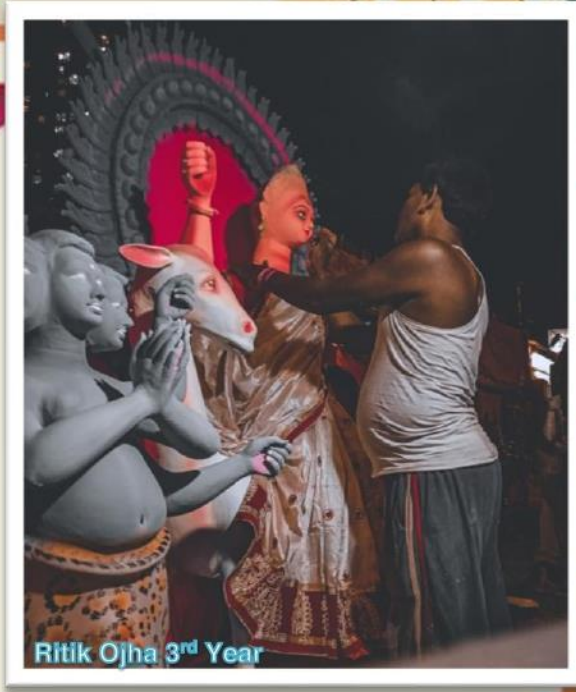

Ritik Ojha 3rd Year

Avinaba Kar 2nd Year

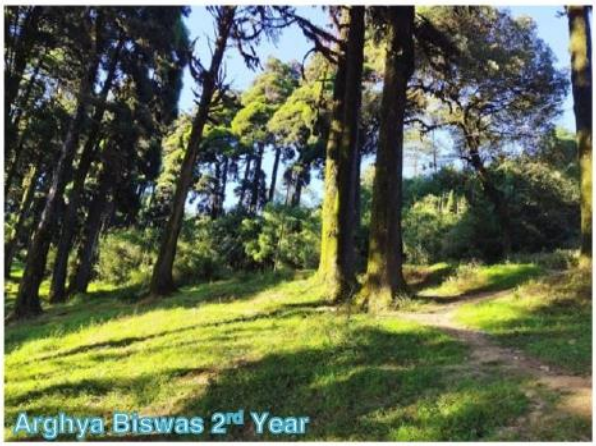

Arghya Biswas 2nd Year

Ritik Ojha 3rd Year

Sarbeswar Rajguru 3rd Year

C/O Canvas

Souparno Dutta Alumni 2020

Arpan Mondal 2nd Year

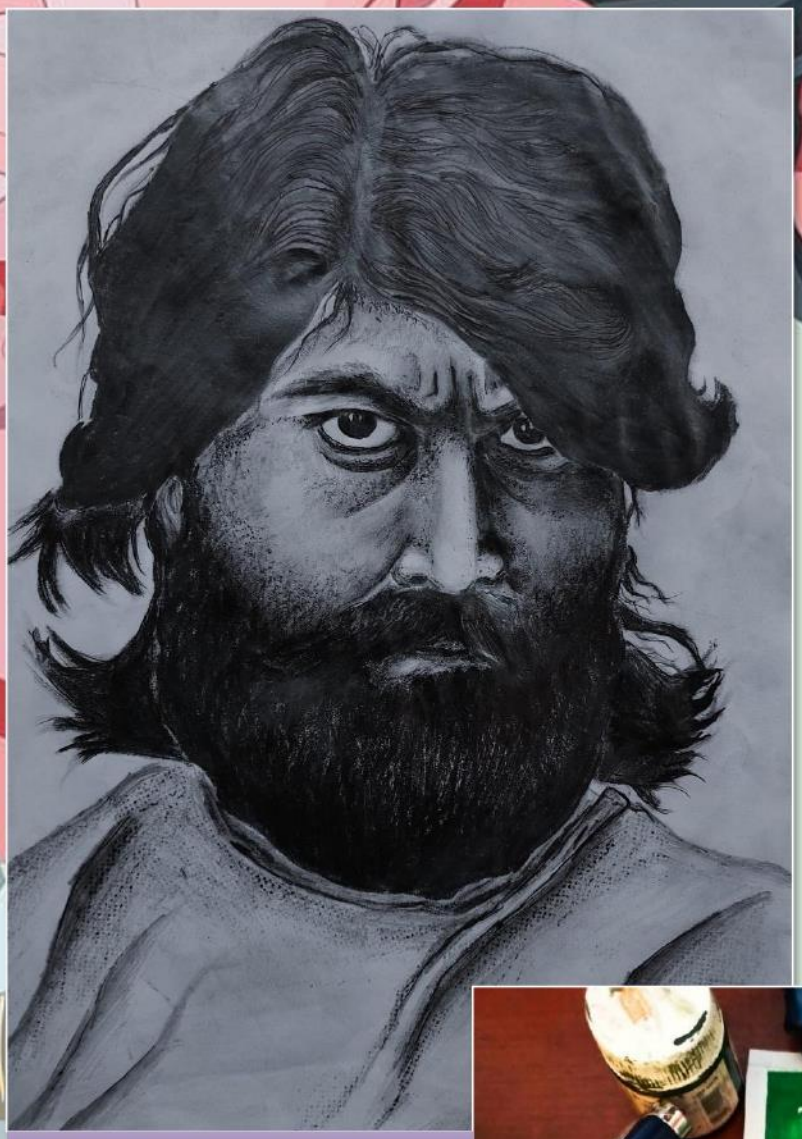

Avinaba kar 2nd Year

Souparno Dutta Alumni 2020

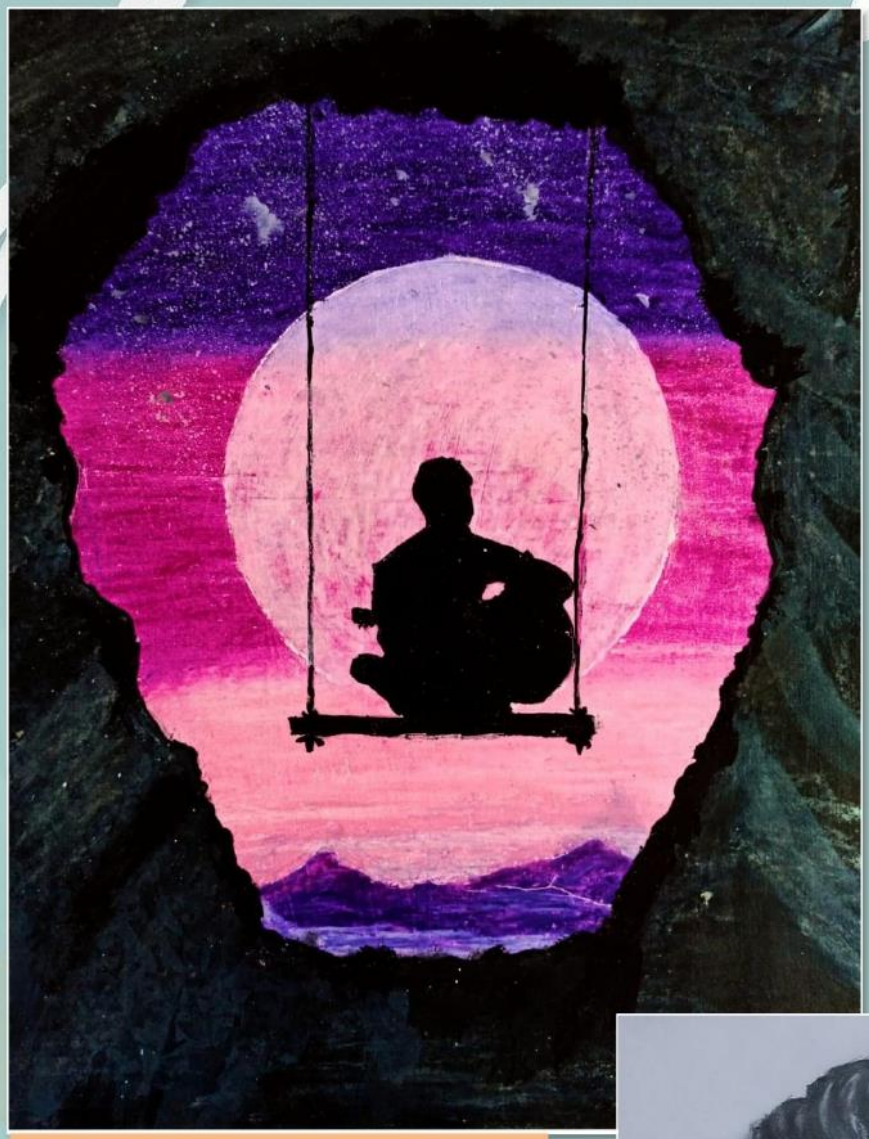

Souparno Dutta Alumni 2020

Avinaba Kar 2nd Year

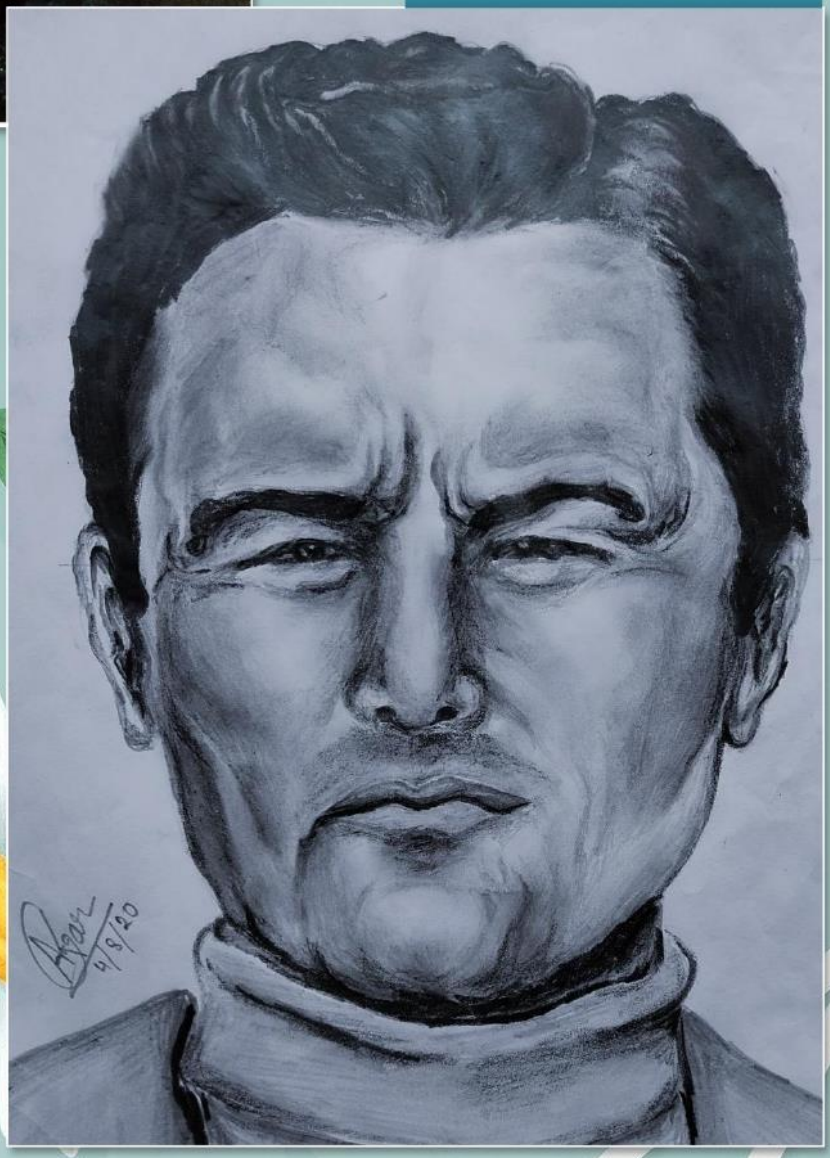

Souparno Dutta Alumni 2020

Souparno Dutta Alumni 2020

নির্দেশনায় :-

সুমন্ত বন্দোপাধ্যায়

Faculty Co-ordinator of Mechatrix,
অযান্ত্রিক

সম্পাদনায় :-

কৌশিক দেবনাথ
৩য় বর্ষ

উপদেষ্টা :-

সৌপর্ণ দত্ত
Alumni, ২০২০

গ্রাফিক ডিজাইন ও সংযোজন :-

অভিজ্ঞান নায়ক
৩য় বর্ষ

শঙ্খ দে
২য় বর্ষ

টিম অযান্ত্রিক :-

সৌভিক শাসমল ৩য় বর্ষ
অরণ্য চৌধুরী , ৩য় বর্ষ
রিয়া মন্ডল , ৩য় বর্ষ
সাহিল মোল্লা , ২য় বর্ষ